তারিখ ...19/3/79... পৃষ্ঠা ...1... কলাম ...6...

ইত্তেফাক

192

আবুল মনসুর আহমদ।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

জনাব আবুল মনসুর আহমদ ১৮৯৮ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার ধানীখোলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মরহুম আবদুর রহিম ফরাজী। চার ভাই ও এক বোনের মধ্যে জনাব আহমদ ছিলেন তৃতীয়। গ্রামের স্কুলেই তাঁহার শিক্ষাজীবনের শুরু। তিনি ১৯১৭ সালে দরিরামপুর হাইস্কুল হইতে ম্যাট্রিক পাস করেন। তিনি ১৯২১ সালে ঢাকা কলেজ হইতে বি, এ পাস করেন। জনাব আবুল মনসুর আহমদ ১৯২৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আইন শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে ডিগ্রী লাভ করেন। কিন্তু তিনি আইন ব্যবসায়ে না গিয়া সাংবাদিকতা শুরু করেন।

জনাব আবুল মনসুর আহমদ কলিকাতায় ছোলতান, মোহাম্মদী, দি মুসলমান, খাদেম, দৈনিক কৃষক, দৈনিক নবযুগ ও দৈনিক ইত্তেহাদ পত্রিকায় সহ-সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক, সম্পাদক ইত্যাদি পদে দায়িত্ব পালন করেন। মাঝখানে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন হইতে অবসর গ্রহণের সময় ষাটের দশকের শুরু হইতে তিনি পুনরায় সাংবাদিকতায় বিশিষ্ট ভূমিকা পালন শুরু করেন। তিনি তৎকালীন পাকিস্তান অবজারভার, দৈনিক ইত্তে-

(৮ম পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

সংক্ষিপ্ত জীবনী

(১ম পৃঃ পর)

ফাক, দি পিপলসহ বিভিন্ন পত্রিকায় কলাম লেখা শুরু করেন। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত তিনি কলাম লেখার কাজ অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। ১৯৭৫ সালেই তিনি পত্রিকায় লেখা ছাড়িয়া ধানমণ্ডীস্থ বাসভবনে অনেকটা অনুষ্ঠান বিবর্জিত স্বেচ্ছানির্বাসিত জীবনযাপন করেন। তবে এই সময়ও তিনি নিজের গ্রন্থের জন্য লিখিয়াছেন।

জনাব আবুল মনসুর আহমদের সাহিত্য চর্চা ও সাধনা শুরু শৈশবকাল হইতেই। শৈশবে তিনি পুঁথিসাহিত্য পড়িতে পড়িতে একসময় স্কুলের ছাত্র থাকাকালেই গল্প-পদ্য লেখা শুরু করেন। অষ্টম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে তাঁহার লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে শুরু করে। আই-এ ক্লাসে থাকিতেই তিনি মাসিক 'সওগাত'-এ গল্প লিখিতে শুরু করেন। ১৯১৮ হইতে ১৯২০ সালের মধ্যে 'সওগাত'-এ তিনি পাঁচ/ছয়টি গল্প লিখিয়াই পাঠক সমাজে শক্তিশালী তরুণ গল্পকার হিসাবে পরিচিত হন।

জনাব আবুল মনসুর আহমদ 'সওগাত'-এর নিয়মিত লেখক ছিলেন। তাঁহার 'আয়না', 'ফুড-কনফারেন্স' গ্রন্থ দুইটির গল্পগুলি 'সওগাত'-এ প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যঙ্গরসাত্মক লেখক হিসাবে পরিগণিত হন।

তাঁহার সাহিত্য জীবন যেমন দীর্ঘ তেমনি সংগ্রামী। তিনি একই সঙ্গে রাজনীতি ও সাহিত্য-কর্মে নিজেকে সক্রিয় রাখিয়াছিলেন।

শিশুতোষ গ্রন্থ ৩টি ও 'নয়াপড়া' নামে ৪টি টেক্সট বইসহ তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা ২১টি। বইগুলি হইতেছে 'মুসলমানী কথা' (১৯২৪, 'নয়াপড়া' ৪ ভাগ (১৯৩৪), 'আয়না' (১৯৩৫), 'ফুডকনফারেন্স' (১৯৪৪), 'ছোটদের কাছাছুল আম্বিয়া' দুই খণ্ড (১৯৫০), 'সত্য মিথ্যা' (১৯৫৩), 'জীবন-ক্ষুধা' (১৯৫৫), 'গালিভারের সফরনামা' (১৯৫৬), 'আসমানী পর্দা' (১৯৫৭), 'পরিবার পরিকল্পনা' (১৯৬৭), 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' (১৯৬৯), 'আবেহায়াত' (১৯৬৯), 'শেরে বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু' (১৯৭২), এণ্ড অফ এ বিট্রেয়াল' (১৯৭৪), 'কোরআনের নসিহত' (১৯৭৫), 'আত্মকথা' (১৯৭৯)। 'মা থাকি' (মাদার আর্থ) নামে তাঁহার আরেকটি উপন্যাস প্রকাশের অপেক্ষায় রহিয়াছে। ইহা ছাড়া তাঁহার যে প্রচুরসংখ্যক গল্প, প্রবন্ধ, রসরচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়াইয়া রহিয়াছে, উহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিলে আরও অনেকগুলি বই সংযোজিত হইবে।

কলিকাতায় সাংবাদিকতার জীবন হইতে জনাব আবুল মনসুর আহমদ সক্রিয় রাজনীতির সহিত জড়িত হইয়া পড়েন। তিনি শুরুতে খেলাফত আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর তিনি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকিয়া তৎকালীন স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি কৃষক প্রজাপার্টি ও মুসলিম লীগের অন্যতম নেতা ছিলেন। আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা নেতাদের মধ্যে তিনি একজন।

১৯৪৪ সালের দিকে তিনি পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থন করেন এবং ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের টিকেটে তিনি প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রচার সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন। ১৯৫০ সালে তিনি আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা ছিলেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভায় তিনি প্রাদেশিক স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। যুক্তফ্রন্টের বিখ্যাত 'একুশ দফা' এর রচয়িতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ১৯৫৬ সালে জনাব আতাউর রহমান খানের মন্ত্রিসভায় তিনি শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। একই বছর তিনি জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রিসভায় একজন সিনিয়রমন্ত্রী হিসাবে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। জনাব সোহরাওয়ার্দীর বিদেশ ভ্রমণের সময় তিনি কিছুদিন অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৫৮ ও ১৯৬২ সালে তিনি দুইবার রাজনৈতিক কারণে কারাভোগ করেন। ১৯২৬ সালে জনাব আহমদ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি স্ত্রী, পাঁচ পুত্র ও সাতটি নাতি-নাতনী রাখিয়া গিয়াছেন।